উদ্বোধনের লাল ফিতায় আটকে আছে গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

উদ্বোধনের লাল ফিতায় আটকে আছে কোটচাঁদপুরের গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস। সড়কে চলার আগেই অ-যত্ন আর অবহেলায় নস্ট হচ্ছে এ্যাম্বুলেন্স দুইটি। ভেস্তে যেতে বসেছে সরকারের এ মহতি উদ্যেগ,যা দেখার কেউ নাই।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সেবার কথা চিন্তা করে চালু করা হয়েছিল এ গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স। এর অর্থায়ন করেছিল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচী(এডিবি)। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ্যাম্বুলেন্স দুইটি দেয়া হয়েছিল উপজেলার দুইটি ইউনিয়নে। যার মধ্যে ছিল এলাঙ্গী ও সাবদারপুর।

তবে এ উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর সভা রয়েছে। তবে এ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রাথমিক ভাবে চালু করা হয়েছিল দুইটি ইউনিয়নে। ভাল সুফল আসলে অন্যগুলোয়ও চালু করা হবে বলে জানিয়েছিল সংশ্লিষ্টরা।

তবে প্রাথমিক ভাবে চালু হবার পরই বন্ধ হয়ে যায় সার্ভিসটি। বিষয়টি নিয়ে কথা হলে একে অপরকে দোষারোপ করে দায় এড়াচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা। এদিকে তাদের রশি টানাটানিতে গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স দুইটি পড়ে থেকে নস্ট হচ্ছে।

এ ব্যাপারে এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন,এডিপির বরাদ্দের টাকা দিয়ে ভ্যান কিনা হয়েছিল। এরপর ওই ভ্যানে ইঞ্জিন লাগিয়ে গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স বানানো হয়। এটা একটা মহতি উদ্যোগ ছিল। তবে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কতৃপক্ষের অবহেলায় তা ভেস্তে গেছে।

তিনি বলেন, আমার ইউনিয়নের এ্যাম্বুলেন্সটি আশাননগর গ্রামের বিপ্লবকে দেয়া হয়েছিল। সে কিছুদিন চালিয়ে ছিল। পরে ভাড়া নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমস্যা হয়েছিল। এ কারনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জমা দিয়ে দেয়া হয় ওই সময়।

বিপ্লব জানান, এ গ্রাম্য এ্যাম্বুলেন্স সাভিস চালু হওয়ায় খুশি রোগী ও তাঁর স্বজনরা। তিনি বলেন,এতে করে অল্প খরচে মানুষ

স্বাস্থ্য সেবা নিতে যেতে পারছিল। অন্যদিকে আমার একটা আয়ের ব্যবস্থাও হয়েছিল।

এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পেয়ে আসাননগর গ্রামের হীরা ও জেসমিন খাতুন বলেন,এ সার্ভিস চালু হওয়ায় আমাদের ভালই হয়েছে। আমরা অল্প খরচে পরিবহন সুবিধা পাচ্ছি। তবে কেন বন্ধ হয়ে গেল জানিনা।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন, উদ্ভোধন হয়েছিল। এটা ইউনিয়ন চেয়ারম্যানরা চালাতে পারেনি। এটা একটা ফেল প্রজেক্ট ছিল। দুইটি ভ্যানের মধ্যে একটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পড়ে আছে, আরেকটি সাবদারপুর ইউনিয়ন পরিষদে আছে বলে জেনেছি।

উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি বলেন,ওই এ্যাম্বুলেন্সের একটি আমার সময় বানানো হয়। আরেকটি আগে বানানো ছিল।

তিনি বলেন,এ্যাম্বুলেন্স দুইটি পড়ে আছে মূলত ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্মকর্তার কারনে। তারা কোন সহযোগিতা করেনি। খোজ নিয়ে দেখছি,ওগুলো কি অবস্থায় আছে। এরপর কয়েক দিনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলবো। যদি এতেও কোন কাজ না হয়,তাহলে হাসপাতালে আর কোন বরাদ্দ দিবেন না সাফ জানালেন তিনি।

দামুড়হুদায় বালাই নাশক বিক্রেতাদের সাথে সীড কেয়ারের মতবিনিময়

দামুড়হুদায় বালাই নাশক ও খুচরা বীজ বিক্রেতাদের সাথে সীড কেয়ারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে উপজেলা ব্র্যাক অফিসের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সভাপতি মিনহাজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথী ছিলেন, উপজেলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথী ছিলেন, উপজেলা উপসহকারী কৃষি অফিসার জালাল উদ্দীন,সীড কেয়ারের পরিচালক মোহাম্মদ জুয়েল,জেনারেল ম্যানেজার রেজাউল ইসলাম ও ডিভিশনাল ম্যানেজার শাকিল আহাম্মেদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সভাপতি আব্দুর রব।সভায় বক্তারা টারজার-৫৫ জাতের ভুট্টার ফলন ও চাষ সর্ম্পকে ব্যাপক আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলার শতাধিক বালাই নাশক ও বীজ বিক্রেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সাধারন সম্পাদক আজিজুর রহমান।

গাংনীর গাঁড়াডোবে ২ বিঘা কপি বিনষ্ট করলো দূর্বৃত্তরা

প্রান্তিক কৃষকের কলা ক্ষেত বিনষ্টের ৬ মাস পর এবার দুই বিঘা জমির বাঁধা কপি বিনষ্ট করেছে দূর্বৃত্তরা।

কলার সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ধারদেনা করে করেছিলেন বাঁধাকপির চাষ। সেটাও বিনষ্ট করে দিলো দূর্বৃত্তরা। দায় দেনা পরিশোধ করতে এবার দিশেহারা হয়ে পড়লেন গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের পুকুরপাড়া এলাকার বর্গা চাষী হাফিজুর রহমান।

গাঁড়াডোব পোড়াপাড়া মাঠে বৃহষ্পতিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় আগাছা নাশক বিষ প্রয়োগ করে কপি ক্ষেত নষ্ট করে।

দুই বিঘা জমিতে প্রায় দেড় লাখ টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন ভুক্তভোগী কৃষক হাফিজুর রহমান।

কৃষক হাফিজুর রহমান হাপু জানান, অন্যের কাছ থেকে ধার দেনা করে

কপি চাষ করেছি। জমিতে কপি বাঁধা শুরু হয়েছে। আশা ছিল কপি বিক্রি করে তিনি ধারদেনা পরিশোধ করবেন। আমার সেই আশা আজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর)সকালে গিয়ে দেখা গেছে আগাছা নাশক বিষে জমির সব কপি পুড়ে গেছে।পূর্ব শত্রতার জের ধরে এ ধরণের কাজ করেছে বলে জানান ওই কৃষক।

উল্লেখ্য, ছয়মাস আগে তিনি ওই জমিতে কলার চাষ করেছিলেন। সেসময়ও দূর্বৃত্তরা কলাক্ষেত কেটে বিনষ্ট করে। কারা এধরণের ক্ষতি করছে তা বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।

গাংনী সীমান্তে ৪০ লাখ টাকার ভারতীয় আঁতশবাজি উদ্ধার করেছে বিজিবি

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) গাংনী উপজেলার কাজিপুর (বিওপি) সদস্যরা মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১৫ হাজার ৯৬০ পিচ ভারতীয় আঁতশবাজি উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৬/৩এস এর ৩০০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে এগুলো দেখতে পেয়ে বিজিবি সদস্যরা উদ্ধার করেন।

গাংনী উপজেলার কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের ইনচার্জ সুবেদার মো: মজিবুল হকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এই আঁতশবাজি উদ্ধার করে।

আতশবাজিগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ঊনচল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা বলে জানানো হয়েছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সেক্টরের পক্ষ থেকে।

এঘটনায় কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২২ ঘোষণা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখা, প্রাথমিক শিক্ষার মানউন্নয়ন ও শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে অবদান রাখা, শিক্ষার্থী ঝোরে পড়া রোধকল্পে কাজ করা, সঠিকভাবে পাঠদান, সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে হাজির, বিদ্যালয় পরিচালনা করাসহ বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব দিয়ে মেহেরপুর জেলায় শ্রেষ্ঠদের নির্বাচিত ও তাদের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২২ ঘোষণা করা হয়েছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২২ জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সভাপতি (এস এম সি) নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (এস এম সি) সভাপতি মো: দেলোয়ার হোসেন রিগান।

এছাড়া মুজিবনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম ফারুক শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক (পুরুষ), পিরোজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজবীন আরা শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক (নারী), গাংনী উপজেলার খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জালাল উদ্দীন শ্রেষ্ঠ সহকারি শিক্ষক(পুরুষ), মেহেরপুরের কাঁঠালপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নুরুন নাহার শ্রেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক (নারী) নির্বাচিত হয়েছেন।

গাংনী উপজেলার তেরাইল চেয়ারম্যানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচিত।

জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎসাহি সমাজকর্মী নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা। জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কাব শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলার

মটমুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব আরা বিউটি। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের শ্রেষ্ঠ কর্মচারী নির্বাচিত হয়েছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কম্পিউটার অপারেটর আব্দুর রাজ্জাক।

শ্রেষ্ঠ সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার সামসুজ্জোহা এবং জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ উপজেলা শিক্ষা অফিসার নির্বাচিত হয়েছেন মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহা: আলাউদ্দীন। জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম। শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যহারে কমাতে সক্ষম হওয়ায় জেলায় শ্রেষ্ঠ মেহেরপুর উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

শ্রেষ্ট শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠাণ বাছাই কমিটির সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান ও সদস্য সচীব মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেস রঞ্জন রায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২২ উপলক্ষে এ ঘোষণা দেন।

গাংনীতে হেডফোন নষ্ট হওয়ায় কিশোরের বিষপান

মোবাইল ফোনের ব্লুটুথ হেডফোন নষ্ট হওয়ায় পিতার ভয়ে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে নয়ন হোসেন (১৪) নামের এক স্কুল ছাত্র।

নয়ন হোসেন গাংনী উপজেলার ধানখোলা উত্তরপাড়া এলাকার কৃষক মিনারুল ইসলামের ছেলে। নয়ন ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার দিকে নয়ন হোসেন

বাড়িতে বিষপান করে। পরে মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

নয়নের মা রাশিদা খাতুন বলেন, মোবাইল ফোনের হেডফোন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে বিষপান করেছে।

গাংনী উপজেলা হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) শরীফুল ইসলাম বলেন তার বিষ উঠানো হয়েছে। তবে এখন সে আশংকামুক্ত।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৩ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ জন এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ১ আসামি রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আজ শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

নীলা এখন বৃহত্তর কুষ্টিয়ার অহংকার

ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য দেখানো সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা বিজয়ী দলের খেলোয়াড় নিলুফার ইয়াসমিন নীলা এখন কুষ্টিয়াবাসীর গর্ব ও অহংকার। ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য দেখানো কুষ্টিয়ার অন্যান্যদের তালিকায় নারী খেলোয়াড় নিলা সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি মুখ উজ্জল করেছেন কুষ্টিয়াবাসীর।

কুষ্টিয়ার মাটিতে দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা ও সামাজিক কুসংস্কার-প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য খেলাধুলাসহ ফুটবল খেলায় তিনি এখন সফল নারী খেলোয়াড় হিসাবে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। উদ্যমী ও সাহসী এই নারী ফুটবলারের সাফল্যে আনন্দে ভাসছে তার পরিবার ও এলাকাবাসী।

রিক্সাচালক বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নিলুফার বয়স ছিল মাত্র আড়াই বছর ও তার ছোট বোন সুরভী আক্তারের বয়স তখন ছিল মাত্র দেড়মাস। সে সময় মা বাছিরন আক্তার দুই মেয়ে নিয়ে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখেন। সাহস বুকে নিয়ে মা বাছিরন নিলুফারের নানী বাড়ি কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকায় কুঠিপাড়া চরে আশ্রয় নেন। তিনি শহরের একটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে সামান্য বেতনে একটি চাকরিও শুরু করেন।

মায়ের ইচ্ছে ছিলো মেয়ে দুটোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। নিলুফা ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলায় পারদর্শি ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সে নানা খেলায় সাফল্য দেখিয়েছেন। উচ্চ লাফ,দৌড়সহ প্রায় সব ধরণের খেলায় পারদর্শিতায় নিলুফার মা বাছিরন মেয়েকে ক্রীড়াবীদ হিসেবে তৈরির ইচ্ছা পোষন করেন।

তিনি মেয়েকে উৎসাহ ও সাহস দিতে থাকেন। কুসংস্কারছন্ন সমাজে নিলুফাকে খেলোয়াড় বানাতে তার পরিবারকে নানা নেতিবাচক কথাও শুনতে হয়েছে।

কুষ্টিয়া শহরের চাঁদ সুলতানা স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করার পর মিরপুর উপজেলার আমলা সরকারী কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন নিলুফা। পরে খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি হন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কুষ্টিয়ার আরেক কৃতি সন্তান আবু ফাত্তাহ ছিলেন ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তা। তিনি শহরের কুঠিপাড়া এলাকায় নিলুফারের ফুটবল খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে উৎসাহ দেন। ঢাকায় প্রশিক্ষন ও ভর্তিবাবদ যাবতীয় সহযোগিতা করেন তিনি ।

ফুটবলে সাফল্য দেখানো নিলুফা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অর্থ পুরস্কারও পেয়েছেন। সেই অর্থ দিয়ে জমি কিনে জুগিয়া ফার্মপাড়ায় বাড়ি তৈরী শুরু করেছেন।

বর্তমানে কুষ্টিয়া পৌরসভার জুগিয়া এলাকায় বসবাসরত নিলুফারের মা বাছিরন জানান, ‘আমার মেয়ে জাতীয় দলে ফুটবলার একথা এলাকার অনেকেই জানতেন না। এমনকি শহরেরও অনেকে জানতো না। কিন্তু সাফ নারী ফুটবলে শিরোপা লাভের পর থেকে আমার বাড়িতে অনেক সাংবাদিক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, পৌর কাউন্সিলরসহ অনেকেই আসছেন। আগেই যারা নিলুফাকে নিয়ে নেতিবাচক কথা বলেতেন, তাদের অনেকে ক্ষমাও চেয়েছেন।’

কুষ্টিয়া পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিন উদ্দিন নিলুফার বাড়ি যাওয়ার পথটি নিজ খরচে আছাগামুক্ত ও চলাচল উপযোগী করেছেন। এছাড়া তার বাড়ির উঠানের পানি নিষ্কাশন ও জলবদ্ধতা নিরসনে বালু ফেলে উঁচু করে দিয়েছেন। এতে নিলূফার মা বাছিরন আক্তার বেশ খুশি।

নিলুফা ইয়াসমিন নীলা বলেন, খেলাধুলা দেখতে ভালো লাগে। ছোটবেলায় টিভিতে ফুটবল খেলা উপভোগ করতাম। পরবর্তীতে নারীদের ফুটবল খেলা দেখে কেমন যেন মনে হতো এটাও কি সম্ভব। এক সময় দেখি নারীরাও ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি ফুটবল খেলায়ও এগিয়ে যাচ্ছে। তাই ষষ্ঠ শ্রেণিতে থাকাকালীন সময় ফুটবল খেলায় নাম লেখায়। এরপর অনূর্ধ্ব-১৪ তে কুষ্টিয়া জেলার হয়ে চুয়াডাঙ্গায় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করি। এরপর রাজশাহীতেও ফুটবল খেলেছি। প্লানের ক্যাম্পেও অংশগ্রহণের পর জাতীয় দলে অংশগ্রহণ করি। গেলোবারে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শক্তিশালী ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশি কিশোরীরা চ্যাম্পিয়ন অর্জন করতে পেরে আমরা পুরো জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা আনন্দিত। সম্প্রতি সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাজয়ী দলের সদস্য হিসেবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। নীলার আক্ষেপ আমাকে কুষ্টিয়ার প্রশাসন কিংবা জনপ্রতিনিধি তেমন কেউ চেনে না বা জানেনা বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, ‘নিলার সাফল্যে আমরা কুষ্টিয়াবাসী গর্বিত।’ সাফজয়ী এই ফুটবলারের পাশে জেলা ক্রীড়া সংস্থা সব সময় থাকবে বলেও তিনি জানান।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, ‘কুষ্টিয়ার নারী ফুটবলার নিলুফার সাফল্যে আমরা গর্বিত।’ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মামনা দেয়ার পরিকল্পনা করা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

জাতীয় ও বয়সভিত্তিক দলের নিয়মিত মুখ নিলুফা ইয়াসমিন নীলা খাতুন কুষ্টিয়ার সন্তান। তাই তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ প্রদান করতে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদেরতদের পাশে দাঁড়ানো উচিৎ বলেও মনে করেন সচেতনমহল।

গাংনীতে এসিআই মোটরস এর সোনালিকা ডে ও মতবিনিময় সভা

এসিআই মোটরস এর আয়োজনে গাংনীর বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে সোনালিকা ডে- ২০২২ এর বার্ষিক সার্ভিস ও মতবিনিময় সভা।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসিআই মটরস এর সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার যশোর রিজিয়ন আব্দুল্লাহ আল মামুন এর সভাপতিত্বে এবং এসিআই মটরস এর সিনিয়র ট্যারিটরি ম্যানেজার মাহফুজুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইটিএল ইন্ডিয়া এর সার্ভিস হেড বাংলাদেশ মিঃ দিপেন্দু রায়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসিআই মটরস এসিআই মটরস এর সেলস বিভাগের সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার অরুন কান্তি। অনুষ্ঠানে

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন কৃষি উদ্দোক্তাগণ,সোনালিকা ট্যাক্টর এর মালিকগণ সহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিগণ প্রদর্শনীর জন্য এসিআই মটরস এর সোনালিকা ট্যাক্টর, এর সার্ভিসসহ বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং এসিআই মোটরস দক্ষিণাঞ্চলের এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার আতিয়ার রহমান ও এসিআই মটরস বিভিন্ন মেশিনারী ও কৃষকদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য এসিআই মোটরস এর সার্ভিস বিভাগের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার রেদোয়ানুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন গাংনী টেরিটোরির সিনিয়র ম্যানেজার ফয়সাল আহমেদ।

অনুষ্ঠানে এসিআই মোটরস এর সোনালিকা ট্যাক্টর ও এর বিভিন্ন স্পেয়ার পার্টস ও এর সার্ভিসিং গুলো নিয়ে অনেকগুলো স্টল দেয়া হয়। এসিআই মোটরস এর যে সমস্ত গ্রাহকরা সোনালিকা ট্যাক্টর ক্রয় করেছেন তাদের কে নিয়ে এ মেলার আয়োজন করা হয়। এসিআই মোটরস এর পক্ষ থেকে গ্রাহকেূর জন্য বিক্রয়ের সেবা এবং বিভিন্ন অফার ও সুযোগ সুবিধার কথা তাদের জানানো হয়। মেলা স্টলে ৪ টি সোনালিকা ট্যাক্টর গ্রাহকদের ডেলিভারি দেয়া হয়।

এছাড়া দিনব্যাপি এ অনুষ্ঠানে গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন রকন খেলা, নাস্তা লাঞ্চসহ বিভিন্ন গিফট আইটেম প্রদান করা হয়। মেলায় সোনালিকা ট্যাক্টরের বিক্রয় পরবর্তী কোন সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হয়। সোনালিকা ট্যাক্টরের গ্রাহকরা এসিআই মোটরস এর সেবায় আনন্দিত ও খুশী বলে তারা জানান।

এসিআই মোটরস ২০০৭ সাল থেকে এসিআই মোটরস বাংলাদেশের কৃষি যান্ত্রিকরনে প্রধান ভুমিকা পালন করছে। এসিআই মোটরস এর ট্যাক্টর ও পাওয়ারটিলার দিয়ে দেশের তিন ভাগের একভাগ কৃষি জমি চাষ করা হচ্ছে। বিগত কয়েকবছর ধরে সোনালিকা ট্যাক্টর বাংলাদেশের ট্যাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে।

শৈলকুপায় আ’লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষে ৬ জন আহত আটক ২৫

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার যুগিপাড়া গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগের দু’গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ৬ জন আহত হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ২৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার যুগিপাড়া গ্রামে বর্তমান চেয়ারম্যান ফিরোজ হোসেন ও বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থী শহিদুল ইসলাম টুলুর সমর্থকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। এ ঘটনার জের ধরে সকালে যুগীপাড়া বাজারে যুগীপাড়া, চরপাড়া, শেরপুর ও মথুরাপুর গ্রামের উভয় পক্ষের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এতে অন্তত ৬ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আটক করা হয় ২৫ জনকে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম বলেন, এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ২৫ জনকে আটক করেছি। এখনও কেউ অভিযোগ দেয়নি। সংর্ঘষ এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।